নির্বাচন অফিসের কার্যক্রম

১. নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা

ক) জাতীয় সংসদ নির্বাচন

খ) সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন

গ) জেলা পরিষদ নির্বাচন

ঘ) উপজেলা পরিষদ নির্বাচন

ঙ) পৌরসভা নির্বাচন

চ) ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন

২. ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরন।

৩. উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত সেবা প্রদান ঃ

ক) ভোটারযোগ্য ব্যক্তিকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তকরন

খ) নতুন জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণ

গ) জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধন

ঘ) হারানো/নষ্ট জাতীয় পরিচয়পত্রের ডুপ্লিকেট ইস্যুকরণ

ঙ) ভোটার স্থানান্তর

জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত সেবা সমূহঃ

নতুন ভোটার নিবন্ধন ঃ

- জন্ম তারিখ০১/০১/১৯৯৯ খ্রিঃ বা তার পূর্বে হতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট নির্বাচন অফিস থেকে ভোটার নিবন্ধন ফরম- (২) সংগ্রহ করতে হবে।
- যথাযথভাবে ফরম পুরন করে সনাক্তকারী (ফরম-২এর ৩৪ নং পয়েন্ট) কর্তৃক আইডি নং প্রদানপুর্বক স্বাক্ষরিত হতে হবে) সনাক্তকারী কে হবেন- **রক্তের সম্পর্কের কোন ব্যক্তি যিনি সংশ্লিষ্ট এলাকার ভোটার)এ**
- যাচাইকারী (ফরম-২ এর ৪০,৪১,৪২ নং পয়েন্ট) কর্তৃক নাম ও আই.ডি নং প্রদানপুর্বক সীলসহ স্বাক্ষরিত হতে হবে। (যাচাইকারী কে হবেন- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মেম্বর/ক্যন্টনমেন্ট এলাকার ক্ষেত্রে সি,ই ও)
- রক্তের গ্রুফ পরীক্ষার সনদ (যদি থাকে)।

সংযুক্তিসমুহ ঃ

জন্ম নিবন্ধন সনদ (অনলাইন কপি)

- পিতা, মাতা, স্বামী (বিবাহিত হলে) জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি।
- বিদ্যুৎ বিলের কপি অথবা ট্যাক্স রশিদ
- নাগরিক সনদ/ চেয়ারম্যান সার্টিফিকেট
- এস.এস.সি ও সর্বোচ্চ শিক্ষাগত সনদের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
- পাসর্পোট এর কপি (প্রবাসীর ক্ষেত্রে)
    - আবদেনকারী কর্তৃক পুরণকৃত ও স্বাক্ষরিত নিবন্ধন ফরম-২ এর সাথে উপরিল্লিখিত কাগজপত্র সমূহ সংযুক্ত করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাচন অফিসে জমা দিতে হবে। অতঃপর অফিস কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে ছবি তুলতে হবে এবং আঙ্গুলের ছাপ দিতে হবে।

বিঃদ্রঃ বাংলাদেশের কোথাও একবার ভোটার হয়ে থাকলে দ্বিতীয়বার ভোটার হওয়া যাবেনা । মনে রাখতে হবে দ্বৈত ভোটার হওয়া দন্ডনীয় অপরাধ। তবে নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোটার এলাকার পরিবর্তন করার সুযোগ আছে।

জাতীয় পরিচয় পত্র হারানোঃ

- সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাচন অফিস থেকে ফরম-৬ সংগ্রহ করতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট থানায় জি ডি করতে হবে। আই ডি নং না থাকলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাচন অফিসে সংরক্ষনকৃত নিদিষ্ট ভোটার এলাকার ভোটার তালিকা (পুরুষ/মহিলা থেকে ভোটার নম্বর সংগ্রহ করা যাবে।
- সোনালী ব্যাংকে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে হারানো আই ডি কার্ড উত্তোলন ফ্রি এবং ফি বাবদ ১৫% ভ্যাট জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, সোনালী সেবা বা অনলাইন ডাচ-বাংলা ব্যাকিং এর মাধ্যমে ও ফি জমা দেওয়া যায়।

ফি-২০০/- কোড নং -(১/০৬০১/০০০১/১৮৪৭)
ভ্যাট- ৩০/- কোড নং- (১/১১৩৩/০০৪০/০৩১১)

সংযুক্তি সমুহঃ

১.জি, ডি এর কপি
২.ফি ও ভ্যাট প্রদানপুর্বক চালানের কপি
৩. জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি(যদি থাকে)

আবেদনকারী কর্তৃক পুরনকৃত ও স্বাক্ষরিত ফরম- ৬এর সাথে উপরিল্লিখিত কাগজপত্রসমুহ সংযুক্ত করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাচন অফিসে জমা দিতে হবে।

স্থানান্তর/ভোটার এলাকা পরিবর্তনঃ

- **সংশ্লিষ্ট** উপজেলা নির্বাচন অফিস থেকে স্থানান্তর ফরম-১৩ সংগ্রহ করতে হবে।
- যতাযথভাবে ফরম পুরন করে সনাক্তকারী কর্তৃক নাম, ঠিকানা, ও আই ডি নং প্রদানপুর্বক সীলসহ স্বাক্ষরিত হতে হবে।

(সনাক্তকারী কে হবেন-সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলর/মেম্বর /ক্যন্টনমেন্ট এলাকার ক্ষেত্রে সি,ই,ও)

সংযুক্তি সমুহঃ

১.জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি
২. বিদ্যু বিলের কপি অথবা ট্যাক্স রশিদ অথবা জমি বা বাড়ির দলিলের কপি।
৩. সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সুস্পস্ট মতামতসহ তদন্ত প্রতিবেদন প্রত্যয়নপত্র।

আবেদনকারী কর্তৃক পুরনকৃত ও স্বাক্ষরিত স্থানান্তর ফরম-১৩ এর সাথে উপরিল্লিখিত কাগজপত্রসমুহ সংযুক্ত করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাচন অফিসে জমা দিতে হবে।

বিঃদ্রঃ আবেনদকারীকে স্বশরীরে উপস্থিহ হয়ে ফরম জমা দিতে হবে। এক জনের ফরম অন্য কেউ জমা দিতে পারবেনা।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ

আসছে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র

স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র একটি অত্যাধুনিক আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন পরিচয়পত্র যা নিশ্চিত করবে নাগরিকের পরিচয় ও সকল নাগরিক সুবিধা

স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র যে কারনে প্রয়োজন ঃ

- সেবা গ্রহণ ও প্রদানে সঠিক নাগরিক শনাক্তকরণ
- সঠিক ব্যক্তির সঠিক সেবা প্রাপ্তির নিশ্চিত করা
- আঙ্গুলের ছাপের মাধ্যমে অফলাইন ভেরিফিকেশন সুবিধা

স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্রের বৈশিষ্ট্যঃ

৩ স্তরে ২৫ টির অধিক নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য
দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই
সহজে নকল করা সম্ভব নয়
বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন (Apps)সম্ভব
চিপ ,২ ডি বারকোড, মেশিন রিডেবল জোন (MRZ)
নাগরিকের সকল তথ্য চিপ এ সংরক্ষণ

স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্রের উল্লেখযোগ্য ব্যবহার

- আয়করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর(TIN) প্রাপ্তি
- ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়ন
- পাসপোর্ট প্রাপ্তি ও নবায়ন
- চাকুরির জন্য আবেদন
- স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় ও বিক্রয়
- ব্যাংক হিসাব খোলা ও ঋণ প্রাপ্তি
- সরকারী বিভিন্ন ভাতা উত্তোলন
- সরকারী ভর্তুকি , সাহায্য সহায়তা প্রাপ্তি
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি
- বিমান বন্দরে ই-গেট এর মাধ্যমে আগমন ও বর্হিগমন সুবিধা
- শেয়ার আবেদন ও বিত্ত একাউন্ট খোলা
- ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তি
- যানবাহন রেজিষ্ট্রেশন
- বিবাহ ও তালাক রেজিষ্ট্রেশন
- গ্যাস, পানি, বিদ্যু সংযোগ গ্রহণ
- মোবাইল ও টেলিফোন সংযোগ গ্রহণ
- বিভিন্ন ধরনের ই- টিকেটিং
- সিকিউরড ওয়েব লগ ইন
- ই- ফরম পুরণে নাগরিকের সঠিক ও নিভুল তথ্য স্বায়ংক্রিয়ভাবে সংযোজন

এছাড়া আরও বহুবিধ কাজে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে সুবিধা পাওয়া যাবে

স্মাট জাতীয় পরিচয়পত্র করে
পরিচয় দিন গর্বভরে

আসুন সঠিক তথ্য দিয়ে নির্ভুল স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র করে ডিজিটাল বাংলাদেশকে আর ও সমৃদ্ধ করি

( ) বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ

নতুন ভোটার নিবন্ধন ঃ

- সংশ্লিষ্ট নির্বাচন অফিস থেকে ভোটার নিবন্ধন ফরম- (২) সংগ্রহ করতে হবে।
- যথাযথভাবে ফরম পুরন করে সনাক্তকারী (ফরম-২এর ৩৪ নং পয়েন্ট) কর্তৃক আইডি নং প্রদানপুর্বক স্বাক্ষরিত হতে হবে) সনাক্তকারী কে হবেন- রক্তের সম্পর্কের কোন ব্যক্তি যিনি সংশ্লিষ্ট এলাকার ভোটার)
- যাচাইকারী (ফরম-২ এর ৪০,৪১,৪২ নং পয়েন্ট) কর্তৃক নাম ও আই.ডি নং প্রদানপুর্বক সীলসহ স্বাক্ষরিত হতে হবে। (যাচাইকারী কে হবেন-সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলর/মেম্বার/ক্যন্টনমেন্ট এলাকার ক্ষেত্রে সি,ই ও)
- রক্তের গ্রুফ পরীক্ষার সনদ (যদি থাকে)।

সংযুক্তিসমুহ ঃ

- জন্ম নিবন্ধন সনদ (অনলাইন কপি)
- পিতা, মাতা, স্ত্রী/স্বামী (বিবাহিত হলে) জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি।
- বিদ্যুৎ বিলের কপি চকিদার ট্যাক্স রশিদ/পৌরকর রশিদ
- নাগরিক সনদ/ চেয়ারম্যান সার্টিফিকেট
- এস.এস.সি ও সর্বোচ্চ শিক্ষাগত সনদের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
- পাসর্পোট এর কপি (প্রবাসীর ক্ষেত্রে)
- রির্টান টিকেটের ফটোকপি (প্রবাসীর ক্ষেত্রে)
- আবদেনকারী কর্তৃক পূরণকৃত ও স্বাক্ষরিত নিবন্ধন ফরম-২ এর সাথে উপরিল্লিখিত কাগজপত্র সমূহ সত্যায়িত সংযুক্ত করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাচন অফিসে জমা দিতে হবে। অতঃপর অফিস কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে ছবি তুলতে হবে এবং আঙ্গুলের ছাপ দিতে হবে।

- বিঃদ্রঃ বাংলাদেশের কোথায় ও একবার ভোটার হয়ে থাকলে দ্বিতীয়বার ভোটার হওয়া যাবেনা । মনে রাখতে হবে দ্বৈত ভোটার হওয়া দন্ডনীয় অপরাধ। তবে নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোটার এলাকার পরিবর্তন করার সুযোগ আছে।